# বাংলা সাহিত্যে ইসলাম বিদ্বেষ

জাকারিয়া মাসুদ

# ইংরেজ আগমন (উপনিবেশের যুগ)

- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, পলাশীর যুদ্ধ
- **নবাব :** ১৫ হাজার অশ্বারোহী, ৩৪ হাজার পদাতিক, ৪০ টি কামান।
- **ইংরেজ :** ২৩০০ ইউরোপীয়, দেশী সৈন্য, ৮ টি কামান।
- গাদ্দার: মীরফাজর, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ...

# পলাশীর পর লুটতরাজ

- ক্লাইভ লিখেছেন যে নবাবের সোনা, রূপো, হিরে, জহরত মিলে তার মূল্য কম করে ৮ কোটি টাকা।
- নগদ ৪ কোটি টাকা
- ৪০ লক্ষ মোহর বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।
- ১ কোটি টাকা মূল্যের সোনা, রুপোর নানা বাসনপত্রও।

সুশীল চৌধুরী, নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ, পৃ. ৫৮

অনুপম চৌধুরী বলেন, "...বাংলার স্বাধীন সুলতানরা আকবরের কাছে হেরে যাওয়ার ফলে মোঘল শাসনের প্রায়-দ্বিশতাধিক বছরে বাংলাদেশ থেকে বড় ধরনের সম্পদ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয় (অবশ্য তা সত্ত্বেও সুবা বাংলাই ছিল সারা ভারতের সবচেয়ে ধনী অঞ্চল)। এ সময়ে ব্যবসা- বাণিজ্য ও শিল্পের অসাধারণ স্ফুরণের ফলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, হুগলি, চন্দননগর ইত্যাদি অনেকগুলো শহর ও নগরের বিকাশ হয় বাংলায়। এছাড়া আরো বহু ছোটখাট গঞ্জের পত্তন ঘটেছিল। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শহর যে-বিরাট-ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল তা ঔজ্জ্বল্য ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেকালের প্যারিস ও লন্ডনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, একথা ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটকরা লিখেছেন। রবার্ট ক্লাইভ নিজেই মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধির এই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বণিকদের, বিশেষত কয়েকটি পরিবারে এসময় পুঁজির বিশাল সঞ্চয়ও হয়েছিল। এইসব পুঁজির মালিকরা বিভিন্ন ইউরোপী বণিক কোম্পানিকে টাকা ধার দিত।"

[বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ, হাসান আজিজুল হক ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, (সময় প্রকাশ, বইমেলা, ২০১২), পৃ. ২২]

# দুর্ভিক্ষ

- আগের ৭০০ বছরে যে ভারতে মাত্র ১৭ বার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল
- ১৭৭০-১৮৫০ এর মাঝে ৮০ বছরের ভিতরে ১২ বার দুর্ভিক্ষ হয়
- না খেয়ে মারা গেছে ৬০ লাখ মানুষ।
- ব্রিটিশরা ১৭৬৫-১৯৩৮ এই ১৭৩ বছরে আজকের হিসাবে ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার পাচার করেছে ব্রিটেনে।
- Mr. A.J.Wilson মার্চ ১৮৮৪ এর Fortnightly Review ম্যাগাজিনে লিখেন : ভারতীয়দের বছরে মাথাপিছু আয়ই সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড। সেখানে প্রতিবছর আমরা কোনো না কোনো ভাবে ৩ কোটি পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি।

# পলাশীর রাজাকার

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে স্যার যদুনাথ সরকার লিখলেন : 'ইহা ছিল সত্যকারের রেনেসাঁস, কনস্তান্তিনোপলের পতন ঘটিবার পর এয়ুরোপে যে রেনেসাঁস দেখা দিয়াছিল তাহার তুলনায় প্রশস্ততর, গভীরতর এবং অধিকতর বিপ্লবী। বাংলাদেশকে বেদের যুগে পাখির বাসভূমি (মানুষের নহে) বলিয়া ঘৃণা করা হইত এবং এক কোণায় ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; মহাকাব্যের যুগে বলা হইয়াছিল এই দেশটি ভ্রাম্যমান পাণ্ডবকুলের পদধুলি যে যে এলাকায় পড়িয়া থাকিবে তাহার আওতাবহির্ভূত; আর মোগল আমলে তো ইহার খ্যাতি দাঁড়াইয়াছিল "খাদ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ দোজখবিশেষ" বলিয়া। কিন্তু এক্ষণে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া এই দেশটি হইয়াছে ভারতবর্ষের বাদবাকি অঞ্চলের পক্ষে পথপ্রদর্শক এবং আলোকবর্তিকাবাহকস্বরূপ।'

[J. Sarkar, ed. The History of Bengal; vol. II : Muslim Period, reprint (Dacca : The University of Dacca, 1976), pp. 480-499]

# সাহিত্যে ইসলাম বিদ্বেষ

- প্রথম ধাপ (আঠারো শতক) : রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত
- দ্বিতীয় ধাপ (উনিশ শতক) : রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, নিখিলনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু।
- তৃতীয় ধাপ (উনিশ-বিশ) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ
- চতুর্থ ধাপ : হুমায়ুন আজাদ, আহমদ শরীফ, আনিসুল হক, হুমায়ূন আহমেদ

# রাজা রামমোহন রায়

## (২২ মে ১৭৭২ – ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)

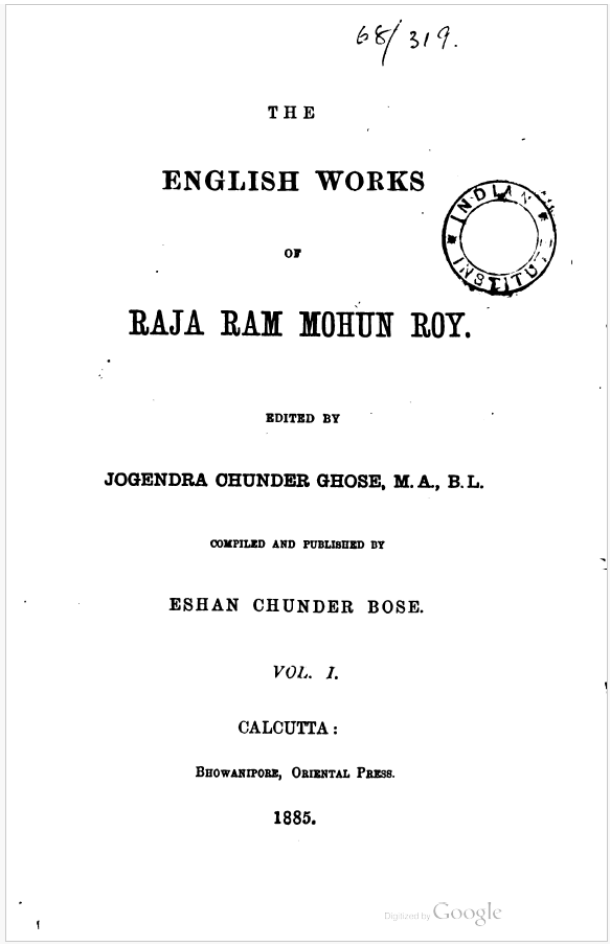

68/319.

THE

ENGLISH WORKS

OF

RAJA RAM MOHUN ROY.

EDITED BY

JOGENDRA CHUNDER GHOSE, M.A., B.L.

COMPILED AND PUBLISHED BY

ESHAN CHUNDER BOSE.

*VOL. I.*

CALCUTTA:

BHOWANIPORE, ORIENTAL PRESS.

1885.

Digitized by Google

their religion insulted, and their blood wantonly shed. Divine Providence at last, in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants, and to receive the oppressed Natives of Bengal under its protection. Having made Calcutta the capital of their dominions, the English distinguished this city by such peculiar marks of favour, as a free people would be expected to bestow, in establishing an English Court of Judicature, and granting to all within its jurisdiction, the same civil rights as every Briton enjoys in his native country; thus putting the Natives of India in possession of such privileges as their forefathers never expected to attain, even under Hindoo Rulers. Considering these things and bearing in mind also the solicitude for the welfare of this country, uniformly expressed by the Honourable East India Company, under whose immediate controul we are placed, and also by the Supreme Councils of the British nation, your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers, and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector.

# রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়

(২১ ডিসেম্বর, ১৮২৭ — মৃত্যুঃ ১৩ মে, ১৮৮৭)

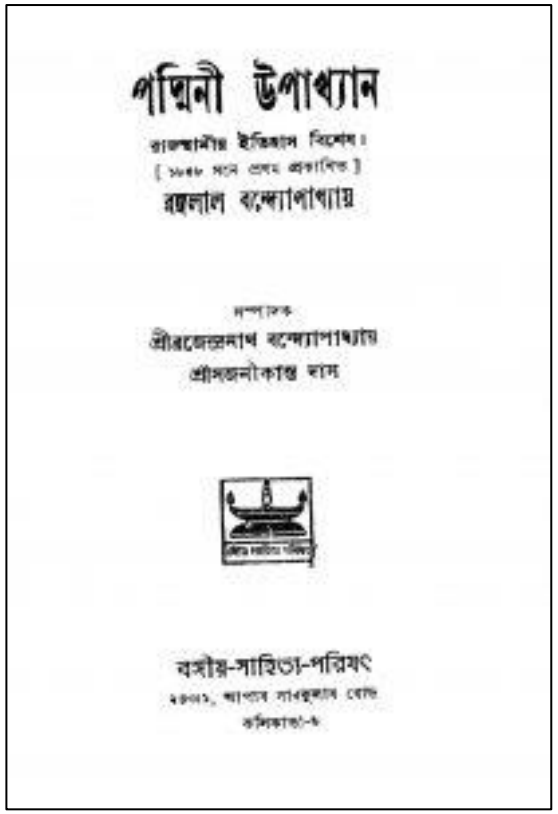


- চিতোর যুদ্ধ: রানী পদ্মাবতী ও তার স্বামী ভীমসিংহ, আলাউদ্দীন খিলজী
- কল্পকাহিনী
- মুসলিম-বিদ্বেষ
- ইংরেজ-তোষণ

দুরন্ত দুর্দান্ত ম্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির ॥
ইরাণ তুরাণ আদি কতশত স্থান।
কাবুল কাশ্মীর কান্দাহার কাফ্রিস্তান ॥
ইত্যাদি অনেক দেশ হইল বিজয়।
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয় ॥
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু-মুসলমান।
হিন্দু সূর্য-বংশীখ্যাত, যবন পাঠান। (৭-৮, ২৫)

যবনে উল্লাস খল খল হাস
দুর্গ চারিপাশ ঘেরিল।
ভীমসিংহ রায় নিম্ন ভাগে চায়
পাঠান সেনায় হেরিল ॥ (১৭—১৮, ৩৪)

দুই পক্ষে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা।
মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা ॥
কালানল সম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ ধূ।
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লা হু আল্লা হু * ॥

জ্ঞানহীন যবন কুমার
এমন অবোধ কোথা আর।
দেখাইয়ে রত্নাবলী পদ্মিনীর মনটলি
হরিবারে বাসনা সঞ্চার ॥ (৩৪, ৪৯)

যথাসময়ে আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিম্বমাত্র দেখে:

করি হেন রূপ দরশন।
যবন হইল অচেতন ॥ (৩৮, ৫২)

তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয়॥
ধিক্ কাল কালামুখ! ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলি ভুবন-ভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর?
সব খেয়ে ভরিলি উদর॥
কি আছে এখন আর? দাসত্ব-শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষমদে॥
ফলত সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহতমঃ,
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে॥
যশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জনু,
তনু তনু হয় প্রতিপলে।
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
অচিরাৎ ভস্ম কালানলে॥
সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘুরিতেছে সদা।
কভু উর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা॥
ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর?



ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার॥
শান্তির সরসী-মাঝে, সুখ-সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে॥
শুন হে পথিকবর! সাঙ্গ হলো অতঃপর,
মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্য-সুধা,
এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান॥

# হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

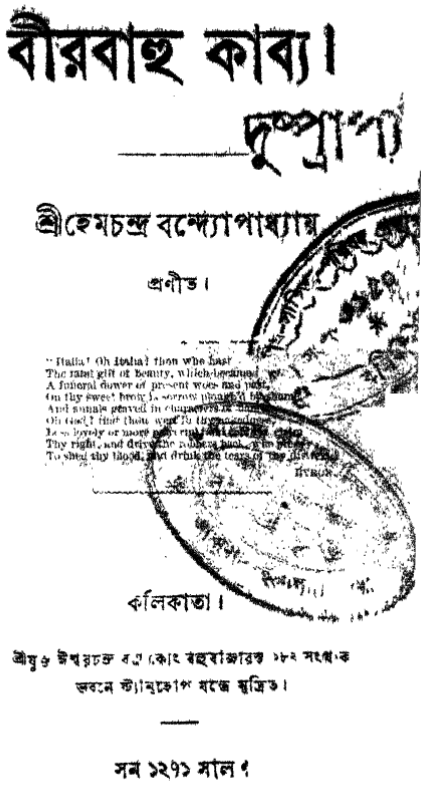
বীরবাহু কাব্য।

দুষ্প্রাপ্য

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

সন ১২৭১ সাল।

- কল্পকাহিনী
- মুসলিম-বিদ্বেষ
- ইংরেজ-তোষণ

শোন্ রে পাপিষ্ঠ মুসলমান।
বাল্যে বিনাশিয়া পতি, মোর কৈলি এই গতি,
মম বাক্য না হইবে আন॥
টুটিবে সম্পদ বল, রাজ্য যাবে রসাতল,
বাতি দিতে বংশে নাহি রবে।
ব্রতে যদি ফল হয়, দেবে যদি পূজা লয়,
ইহার অন্যথা নাহি হবে॥
বলি রোষে কম্পমান, যেন শ্যামা মূর্ত্তিমান,
ঘোর রবে হুঙ্কার ছাড়িল।
শুনি সেই গরজন, জ্ঞানহীন নারীগণ,
দেখি রামা নীরব হইল॥

একধারে নারী এক রহে তরুতলে।
তাঁরে হেরি রাক্ষসেরা অধোমুখে চলে॥
অন্য পাশে একজন যবন ভূপতি।
শত হিন্দুনারী ধরি করয়ে দুর্গতি॥

একপাশে আখণ্ডল সহ নিজগণ।
গাণ্ডীব নিনাদে দূরে করে পলায়ন॥
আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি।
কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরি॥
তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয় তনয়।
করপুটে পদতলে হেঁটমুখে রয়॥
একধারে যযাতির পুত্র কয় জন।
ছদ্মবেশে দূর দেশে রহে সংগোপন॥
স্থানান্তরে মেচ্ছদূত করিয়া গর্জ্জন।
হিন্দুরে সৎকার কার্য্যে করে নিবারণ॥

পূর্ব্বদিকে প্রভাকর,
বাজিল দুন্দুভিস্বর,
রণ রণ মহাশব্দে ধনুর্ঘোষ নাদিল।
ভাঙ্গিল আকাশ-খণ্ড,
রণভূমি লণ্ডভণ্ড,
তাল তাল শররাশি প্রভারাশি ঢাকিল॥
সমকক্ষ দুই বল,
হুঙ্কারে সেনার দল,
হিন্দু ম্লেচ্ছ রণরব একঠাঁই মিলিল।
ম্লেচ্ছ "মহম্মদ" ডাকে,
"হর হর" হিন্দু হাঁকে
মহাক্রোধে দুই দল সমরেতে মাতিল॥
ভাষায়ে দুকূল যেন,
নদি ছুটে ধায় হেন,
বীরগণ মহাদম্ভে বেগে আসি মিলিল।



কোপে কম্পিত, অসি উত্থিত,
করি বীরবাহু ঝাঁপে রে।
যবন মুণ্ড, করিয়া খণ্ড,
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে॥
পরমানন্দে, ভূপাল বৃন্দে,
সাধু সাধু সাধু বলে রে।
কাঁপায়ে সিন্ধু, হরিষে হিন্দু,
জয় বাদ্য করি চলে রে॥

---

কাটিয়া যবনমুণ্ড ডাকি উচ্চস্বরে।
যবন ভূপালবৃন্দে সম্বোধন করে॥
কহিলেন বীরবাহু মহাবীর দাপে।
কেশরী গর্জ্জনে যেন মহারণ্য কাঁপে॥
অরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাপিষ্ঠ বর্ব্বর।
পূরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর॥
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল।
এবে রে যবন-রাজ্য গেল রসাতল॥
করতল দিল্লীপুরী করেছি রে আজি।
আরো দেখাইব শীঘ্র অসি ভল্ল বাজি॥
আমি রে ক্ষত্রিয় পুত্র নহি রে যবন।
পালিব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রাখি নিজ পণ॥
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছ রাজ্য ভস্মসাৎ।
অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত॥

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
## (২৬ জুন ১৮৩৮ – ৮ এপ্রিল ১৮৯৪)

- বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে গালিগুলো বেছে বেছে ব্যবহার করেছেন তা হলো হীন, নীচ, কাপুরুষ, যবন, ম্লেচ্ছ, নেড়ে ইত্যাদি।
- আগে ‘নেড়ে' গালিটি বৌদ্ধদের দেয়া হতো, পরে সেটি প্রয়োগ হতে থাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে।
- তিনি ‘কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ দানেশ খাঁকে দিয়ে মুসলমানদেরকে ‘শুয়ার' বলে গালি দিয়েছেন।
- ‘রাজসিংহ' উপন্যাসে কতিপয় স্ত্রীলোককে দিয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মুখে লাথি মারার ব্যবস্থা করেছেন।
- জেবুন্নিসার চরিত্র হনন: মুবারকের সঙ্গে যিনার অপবাদ (রাজসিংহ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ঐশ্বর্য-নরক)

- ‘মৃণালিনী'তে (১৮৬৯) বখতিয়ার খিলজীকে ‘অরণ্য নর' বলেছেন।
- ‘মৃণালিনী’তে বঙ্কিমচন্দ্রের এই হিন্দুজাতীয়তাবাদ-ভিত্তিক স্বাদেশিকতার প্রথম প্রকাশ দেখতে পাই। সেই বখতিয়ার খিলজী ও তাঁর সতের জন অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় কাহিনীর অসারত্ব প্রমাণ এই উপন্যাসরচনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এরপর যতই দিন গিয়েছে ততই প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছেন তিনি।
- বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) উপন্যাসে এক মন্তব্যে বলেন, ‘‘ধর্ম গেল, জাত গেল, মান গেল, কূল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেড়েদের (মুসলমানদের) না তাড়াইলে আর কি হিন্দুয়ানি থাকে!’

- বঙ্কিম আরও লিখন, ” তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, “মার, মার, নেড়ে মার ।” কেহ বলিল, “জয় জয়! মহারাজকি জয়।” কেহ গায়িল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে!” কেহ গায়িল, “বন্দে মাতরম্!” কেহ বলে-“ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে, আপনার ধন আপনি খাইব?” দশ সহস্র নরকণ্ঠের কল কল রব, মধুর বায়ুসন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্বজনমনোরম “বন্দে মাতরম্!” [ আনন্দমঠ, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ৬৯]

- “সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, “মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।” গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, “মুই হেঁদু”। [আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৭৯]

# মুসলিম শাসনকে কলঙ্কিত করা

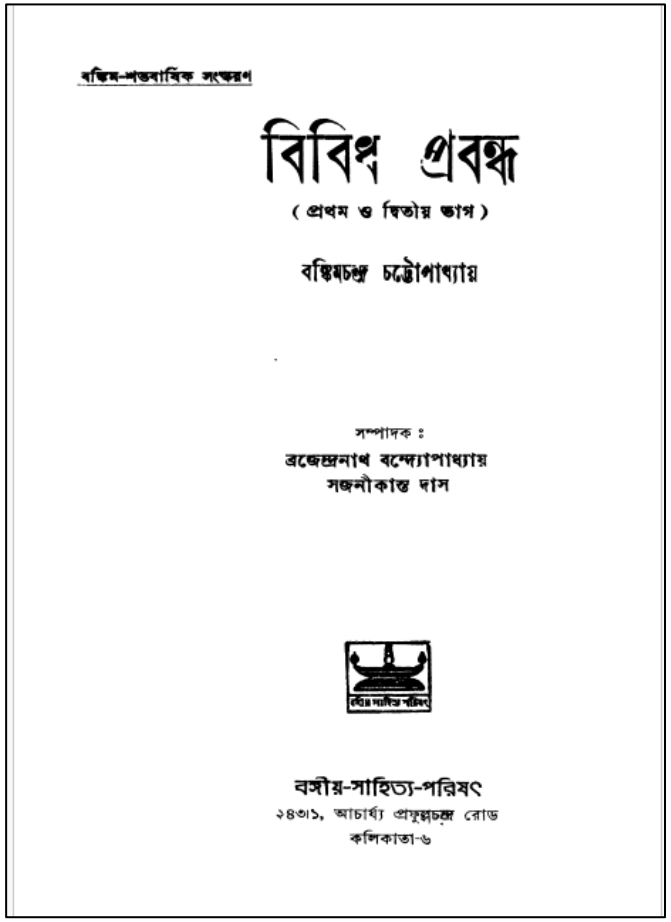

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

বিবিধ প্রবন্ধ

( প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ )

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক :
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬



নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ্গ তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখ্খরীন নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

# মুসলিমদের বাঙালি বলে গণ্য না করা

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল—অসার, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট্ সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ্‌মান্ লেথ্‌ব্রিজ্ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধি ধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ।

# নিম্নশ্রেণির ও কৃষিজীবী বলে কটাক্ষ

তত্ত্ব ধর্ম্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

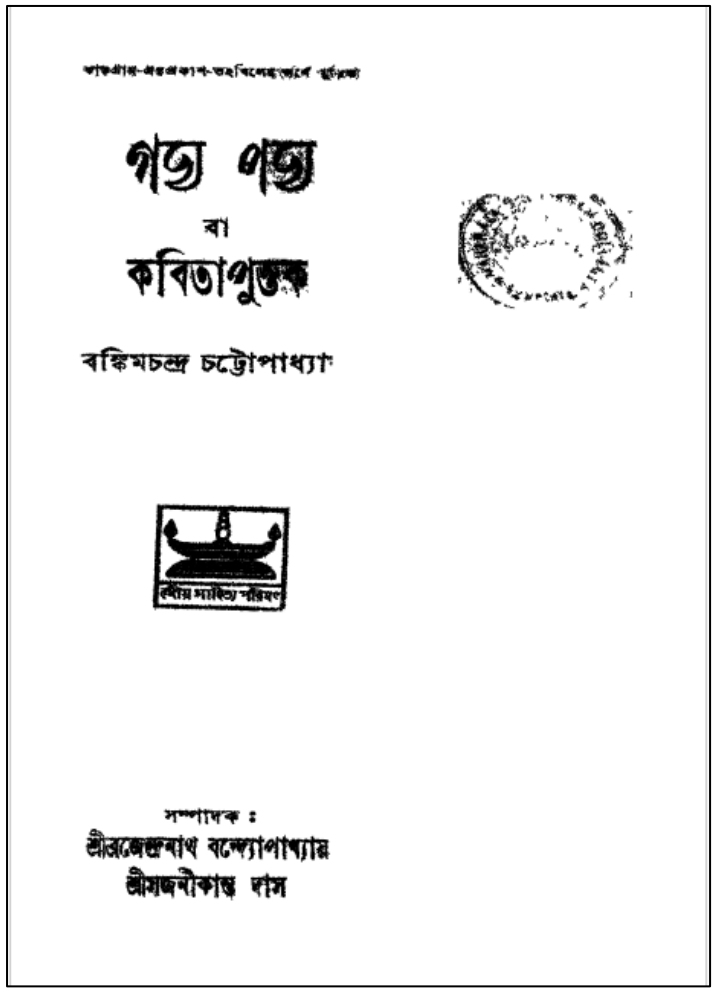


৪

শুনিয়াছি নাকি তুরস্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়
জননীরূপেতে বুঝি বা স্বদেশ,
বুঝি বা তুরঙ্ক মত্ত হস্তী বেশ,
বার বার বুঝি এইবার শেষ !
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়

৫

দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন—
হর হর বলে যতেক বীর।
মদবার* হতে আইল সমরঞ্চ
আবু হতে এলো দুরন্ত প্রমর
আর্য্য বীরদল ডাকে হর ! হর !
উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবি বানর,

# ইংরজ-তোষণ

- ‘মুসলিম শাসনের পর যখন ব্রিটিশরা শাসক হল তখন হিন্দুরা নীরব থাকল। বাস্তবে হিন্দুরাই ব্রিটিশদেরকে শাসনভার গ্রহণ করতে ডেকে নিয়ে এসেছিল। হিন্দু সৈন্যরা ব্রিটিশদের পক্ষ হয়ে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) লড়েছে। সৈন্যরা তাদের নিজেদের হিন্দু রাজ্যকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে। কারণ, ব্রিটিশদের ‘বিদেশী’ পরিচয়ের ব্যাপারে হিন্দুদের মনে কোনো বিদ্বেষ ছিল না। ভারত ব্রিটিশদের শাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকবে।’

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, ধর্মকথা, বঙ্কিম রচনাবলী : সাহিত্যসমগ্র, পৃ. ৬০৯]

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭ মে ১৮৬১ – ৭ আগস্ট ১৯৪১)

- পূর্ববঙ্গের জন্যে কী করেছেন?
- তার সাহিত্যে মুসলিমরা অনুপস্থিত কেন?
- বঙ্কিমের সাথে এত দহরম-মহরমের মানে কী? গান ‘বন্দে মাতারাম’ সুর করেছেন।
- বাংলা লুটকারী শিবাজীর কাছে ভারত বেঁধে দিতে হবে কেন?
- মুসলিম-বিদ্বেষী বালগঙ্গাধর তিলকের সাথে এত ভাব কেন?
- সকল উপমা, বচনভঙ্গি, মূলভাব হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়ার পরেও তিনি সার্বজনীন কবি?

- ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞান বহু হিন্দু লেখকের চিত্তে বাসা বেঁধেছিল, যদিও স্বজ্ঞানে তাঁদের অনেকেই কখনই এর উপস্থিতি স্বীকার করবে না। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ভারতের রবীন্দ্রনাথ যাঁর পৃথিবীখ্যাত আন্তর্জাতিক মানবিকতাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কিছুতেই সুসংগত করা যায় না। তবুও বাস্তব সত্য এই যে, তার কবিতাসমূহ শুধুমাত্র শিখ, রাজপুত ও মারাঠাকুলের বীরবৃন্দের গৌরব ও মাহাত্ম্যেই অনুপ্রাণিত হয়েছে, কোনও মুসলিম বীরের মহিমা কীর্তনে তিনি কখনও একচ্ছত্রও লেখেননি। যদিও তাদের অসংখ্যই ভারতে আবির্ভূত হয়েছেন।" (Dr. Romesh Chandra Majumder, History of Bengal, p 203.)

- আহমদ শরীফ বলেন, 'তিনি ব্রাহ্মদের হিন্দু আখ্যা দিয়েছেন এবং আস্থা স্থাপন করেছেন প্ল্যানচেটে; প্রাচীন পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এবং বৌদ্ধ, রাজপুত ও শিখ আখ্যান নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু মুসলিম শাসক ও দরবেশ নিয়ে কিছু লেখেন নি - তাতে মনে হয়, মুসলমানদের প্রতি তিনি বিদ্বিষ্ট ছিলেন অথচ ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ, গভীর আস্থা ও নিবিড় শ্রদ্ধা দেখা যায়; তাঁর গল্পে-উপন্যাসে গণমানবের স্থান হয়নি, তিনি তাদের কল্যাণকামী ছিলেন না; তাঁর মনের গভীরে ছিল সামন্তবাদের প্রতি মোহ অথচ উপনিবেশে তাঁর ঘৃণা ছিল না; তিনি জমিদারি উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, নিজেও ছিলেন নিপীড়ক জমিদার'। এইরকম ভাবে রবীন্দ্রনাথকে অংকন করে তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন 'রবীন্দ্র-সাহিত্য আর আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে না...' ['রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন', উত্তরাধিকার পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩]

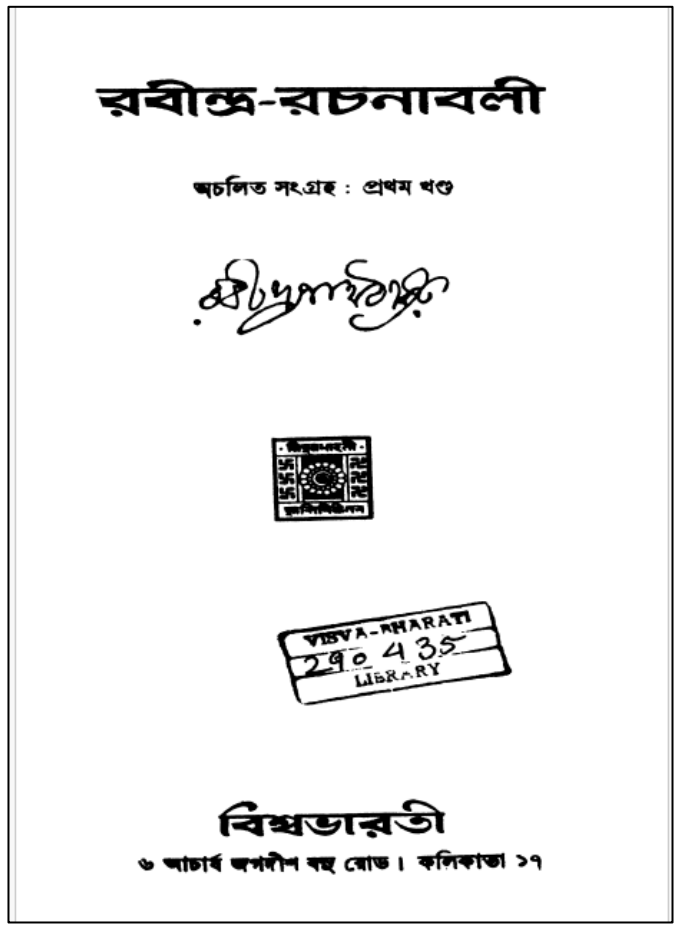




আজ এক রাত্রি-তরে এ অরণ্যমাঝে
রাজরাজ মহারাজ চাহেন আশ্রয় !

রুদ্র। কি বলিলি দূত ! তোর মহম্মদ ঘোরী,
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা !

দূত। এ বনে ত লোক নাই ? ধীরে কথা কও !

রুদ্র। ধীরে ক'ব ! যাব আমি নগরে নগরে,
উর্দ্ধকণ্ঠে কব আমি রাজপথে গিয়া,
'ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ !'

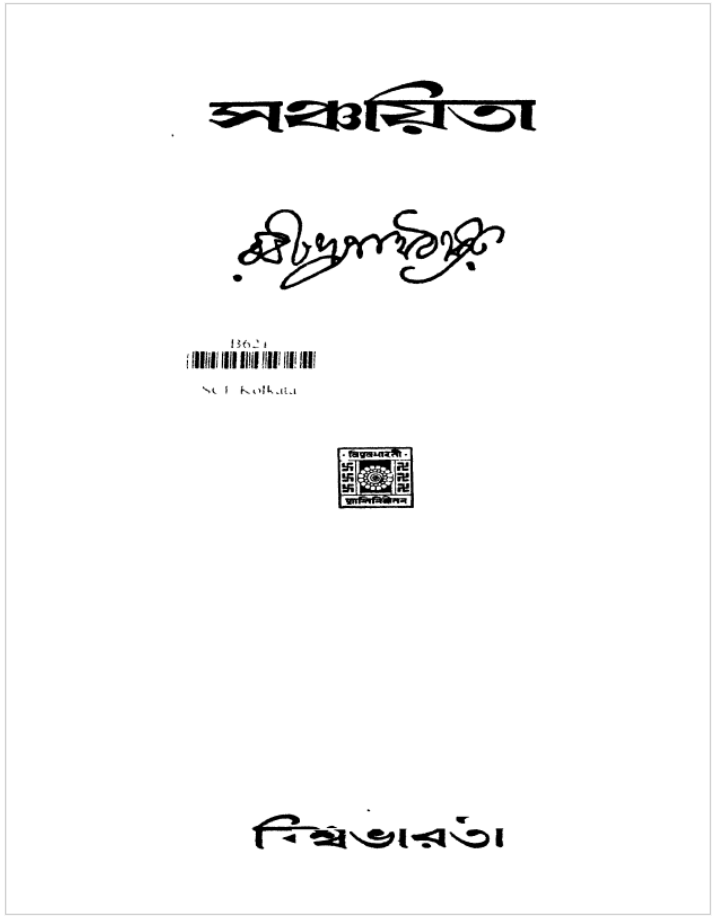


## বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে 'গুরুজীর জয়' ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ॥

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ-সনে।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল 'দীন্ দীন্' গরজনে॥

সাত দিনে সাত শত বন্দী ঘাতকের হাতে প্রাণ হারালেন। সাত শত বীরের এই হেলায় প্রাণদান যেন 'কাজি' কে ক্রুদ্ধ করে তুলল। শেষ বন্দী বন্দার জন্য সে নৃশংসতম শাস্তির বিধান দিল: স্বহস্তে পুত্রবধের আদেশ দিয়ে। 'গুরুজীর জয়' বলে বন্দা অবিচল চিত্তে পুত্রের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন; 'গুরুজীর জয়' বলে বালক নিঃশঙ্কায় মৃত্যু বরণ করল। তারপর—



বালকের মুখ চাহি
'গুরুজীর জয়' কানে-কানে কয়, 'রে পুত্র, ভয় নাহি।'
নবীন বদনে অভয় কিরণ জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল, বালক উঠিল গাহি
'গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়' বন্দার মুখ চাহি ॥

বন্দা তখন বামবাহুপাশ জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণকরে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে—
'গুরুজীর জয়' কহিয়া বালক লুটালো ধরণীতলে ॥

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি' একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হল নিস্তব্ধ ॥

৩০ আশ্বিন ১৩০৬

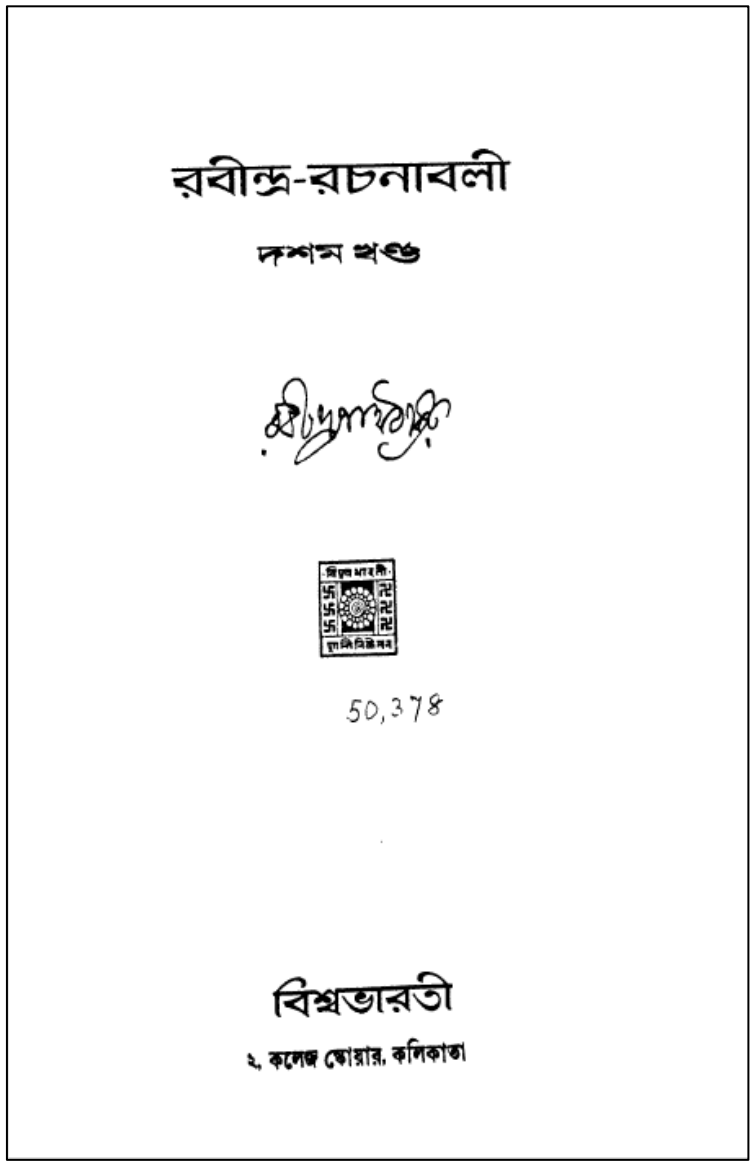

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দশম খণ্ড

50,378

বিশ্বভারতী

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা





তথাপি, অমানুষিক ক্ষমতাবলে সমস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন করিলেও সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম আপনার সম-ঐক্য অন্বেষণ করা। এমন কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যতপ্রকার সুবিধা থাক সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায় প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

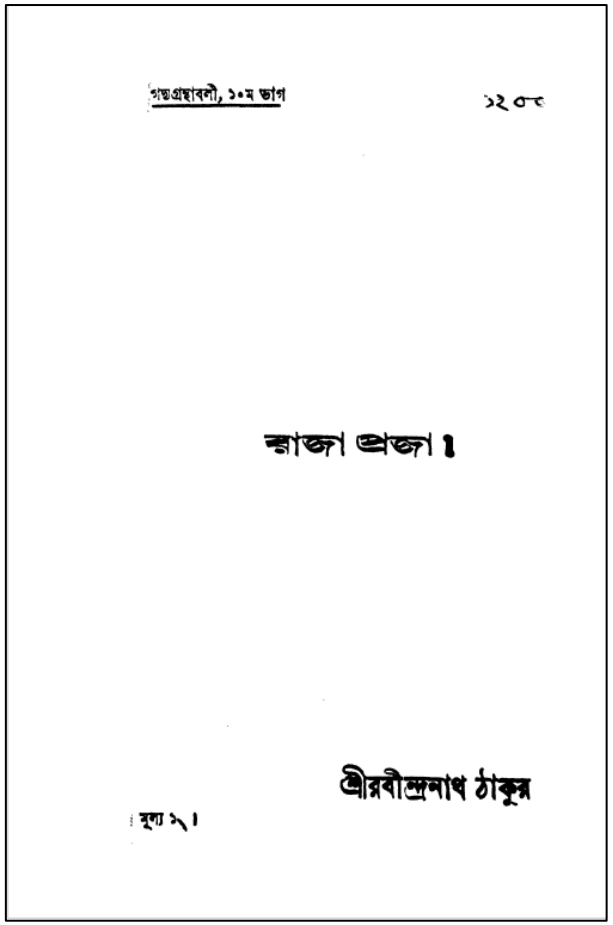
গ্রন্থগ্রন্থাবলী, ১০ম ভাগ ১২৩৩

রাজা প্রজা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ১৲

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস্ প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এই জন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান্, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে, ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরেজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

সর্ব্বদাই দেখিতে পাই দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমানবিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে, যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনকালে বিরোধ

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে "ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখানো"-রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে, কিন্তু বৌ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষ্যে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচার কার্য্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে, শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইনসহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলিনা যে, গবর্মেণ্টের এইরূপ পলিসি, কিন্তু কার্য্যবিধি স্বভাবতঃ, এমন কি অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, নদীস্রোত কঠিন মৃত্তিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

# নিচু জাতের বলে কটাক্ষ

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরাজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁটটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়, কিন্তু মূঢ়গণ ইঁটটি মারিয়া পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিষ খাইয়াছিল। অপরাধ করিল দণ্ড পাইল কিন্তু ব্যাপারটা কি আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ



সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না;—একটা ছোট বড় কাণ্ড হইয়া গেল অথচ এই মূক নির্ব্বাক প্রজা সম্প্রদায়ের মনের কথা কিছু বোঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্দ্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবায়িত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই আতঙ্কচকিত ইংরাজি কাগজ কেহ বলিল ইহা কন্‌গ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা, কেহ বলিল মুসলমানদের বস্তিগুলা একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক্, কেহ বলিল এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈলশিখরের উপর বড়লাট্ সাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় না।

# শিবাজী উৎসব ও রবীন্দ্রনাথ

- ‘শিবাজী’ উৎসবের প্রবর্তক মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৯৫)।
- তিলকের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল উগ্র হিন্দু-জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা।
- শিবাজী উৎসব ও গণপতি পূজা প্রবর্তন ছাড়াও ইতিপূর্বে (১৮৯৩) পুনায় ‘গোরক্ষিণী’ সভা স্থাপিত হয়, সেটাই হল হিন্দু ধার্মিকতার প্রতীক।
- উগ্র সাম্প্রদায়িকতা তিলকের আন্দোলনের উৎস হলেও বাঙালী হিন্দুর কাছে তা সাদরে গৃহীত হল।
- রক্তারক্তি শুরু হল। গরু মারতে ও গরু বাঁচাতে গিয়ে বিস্তর মানুষ মরতে লাগল।
- তিলক বন্দী হলে (১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ তাঁর মোকদ্দমার জন্য অর্থ সংগ্রহ অভিযানে যোগ দেন।

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১/৩১২, ৩৪৬]

# শিবাজী উৎসব (১৯০৪)।

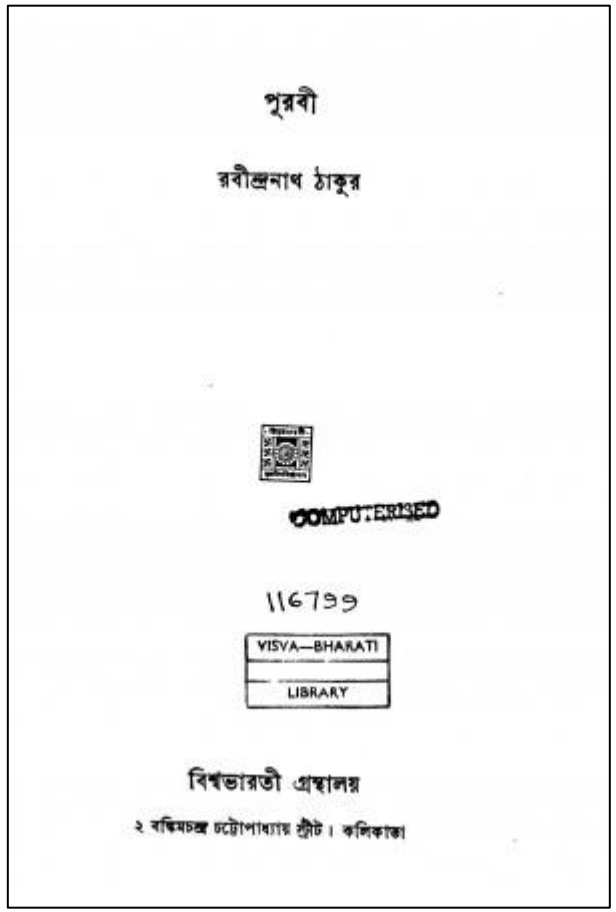


## শিবাজী-উৎসব

১

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভা
এসেছিলো নামি'—
"এক ধর্ম্ম-রাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত
বেঁধে দিব আমি।"



১৭

সে-দিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লবো।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল।
"এক-ধর্ম্ম-রাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।

১৮

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
"জয়তু শিবাজি।"
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

( শিবাজী-উৎসব, ১৩১১ )

# কবিতায় বাঙালী বলতে কী বুঝিয়েছেন?

- ড. মনিরুজ্জামান বলেন,



একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

তিলকের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি আন্দোলিত করেছিল এ-কবিতা তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ-কবিতায় 'বাঙ্গালী' বলতে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বাঙালী হিন্দুকেই বুঝিয়েছেন, তা বলাবাহুল্য। লক্ষণীয় যে 'গোরক্ষিণী সভাকে' কেন্দ্র করে প্রচুর রক্তপাতের পরও উগ্রহিন্দু জাতীয়তার উৎস শিবাজী উৎসব কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং 'ভারতে' 'একধর্ম রাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনিও দেখেছেন।

# সকলেই হিন্দু!

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।... তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রঙ, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান।

(আত্মপরিচয় প্রবন্ধ)

# শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ – ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮)

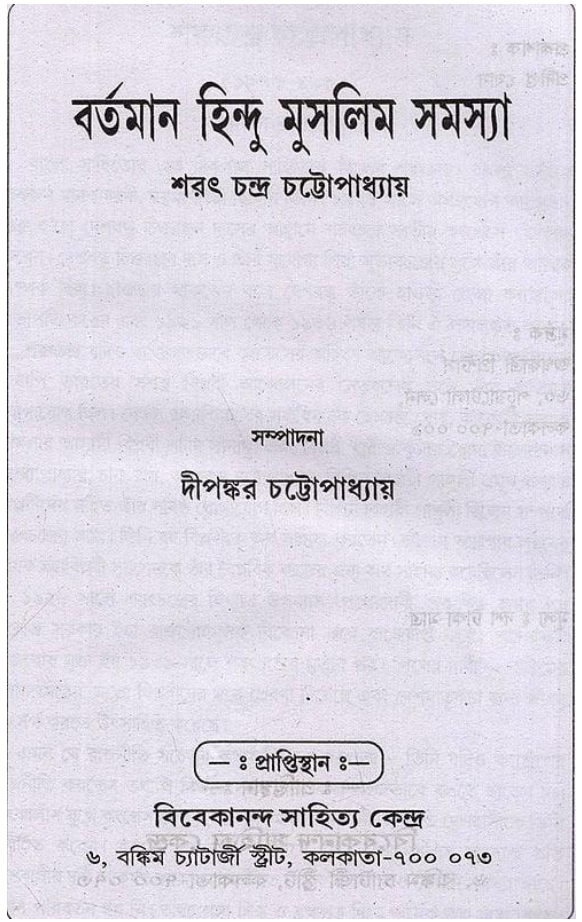


হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়।

# খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে কটুক্তি

- খিলাফত আন্দোলন যা ভারতীয় মুসলিম আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) নামেও পরিচিত,
- ইসলামী খেলাফত পুনরুদ্ধার করতে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানরা
- শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী জওহর ও আবুল কালাম আজাদ হাকিম আজমল খাঁ,হজরত মোহানি ১৬ প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত।

কিন্তু খিলাফৎ চাই—এ কোন্ কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে-দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গ-ত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ-আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ-আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভরতি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

# মুসলিমদের চরিত্র-হনন ও অপবাদ

- বস্তুতঃ, মুসলমান যদি কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।
- একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

- ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে-কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ।

# আনিসুল হক (ছহি রাজাকারনামা)

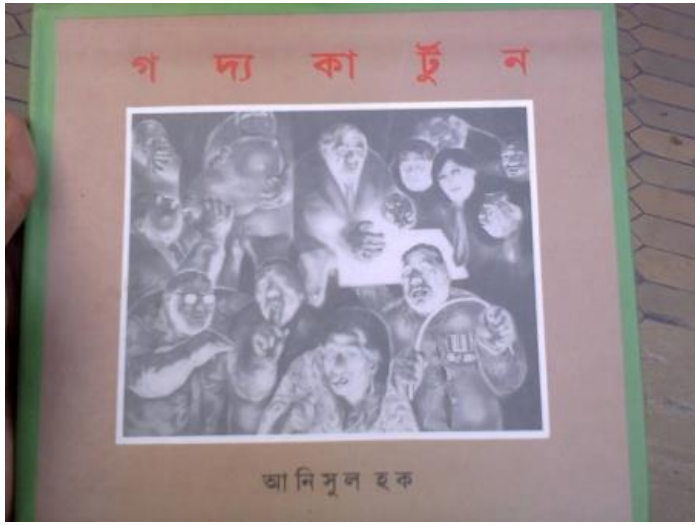

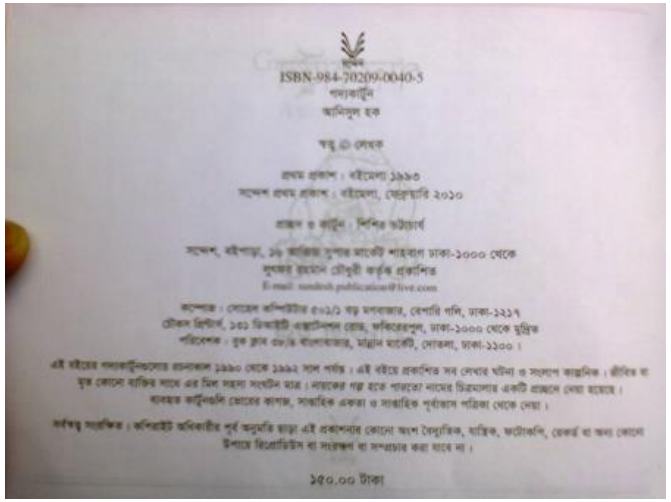






ISBN-984-70209-0040-5
গদ্যকার্টুন
আনিসুল হক

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৩
সন্দেশ প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ ও কার্টুন : শিশির ভট্টাচার্য

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

১৫০.০০ টাকা




## ছহি রাজাকারনামা

আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে রাজাকার। নিশ্চয়ই রাজাকারগণের জন্যে অতীতের চাইতে ভবিষ্যতকে উত্তম করিয়া সৃজন করা হইয়াছে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভু পাকিস্তানের প্রশংসা করো; নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু পাকিস্তানীরা ক্ষমাশীল।

যখন তোমাদিগকে বলা হইবে নেতা নির্বাচন করো, তখন তোমরা সেই ব্যক্তিকেই নির্বাচন করিবে, যাহার রাজাকারগিরি প্রমাণিত। আর তাহার মতো মূর্খ কে আছে, যে রাজাকার চিনিয়াও তাহাকে সম্মানিত না করিলো, আখেরে ইহারাই হইবে অভিশপ্ত। ইহাদের জন্যে সুকঠিন দারিদ্র্য অপেক্ষা করিতেছে। আর যে ব্যক্তি রাজাকার চিনিলো, এবং তাহাকে সম্মান করিলো, এবং তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলো, ইহকালে তাহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে সুমিষ্ট ফল, সুন্দরী রমণী আর সুদর্শন পুরুষ।

অনন্তর তোমাদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইবে যাহারা রাজাকারী বস্ত্র উত্তমরূপে ধারণ করিবে, আর যাহারা রাজাকারী তরিকা আদমদিগের মধ্যে উত্তমরূপে প্রচার করিবে। যাহারা রাজাকার হিসাবে বাহির হয়, তাহারা শান্তি-শৃঙ্খলার পথে চলে।

সেই ব্যক্তিই উত্তম রাজাকার, যে বিবাহ করিবে, একটি, দুইটি, তিনটি, চারটি, যেরূপ সে ইচ্ছা করে আর তাহার জন্যে বৈধ করা হইয়াছে ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের, আর তাহারা ভোগ করিতে পারিবে বাঙালীরমণীগণকে, অপি

গদ্যকার্টুন ॥ ২১

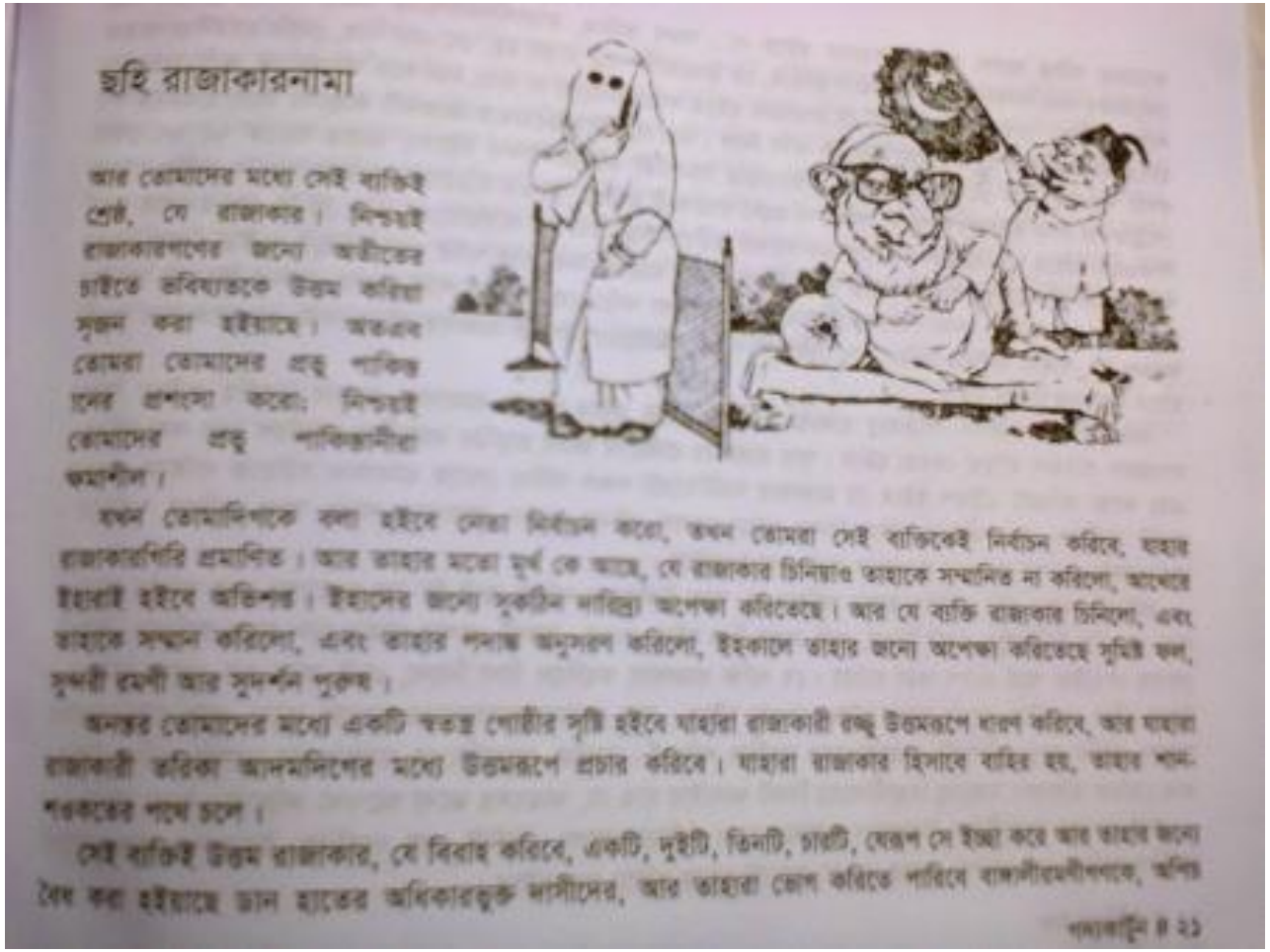

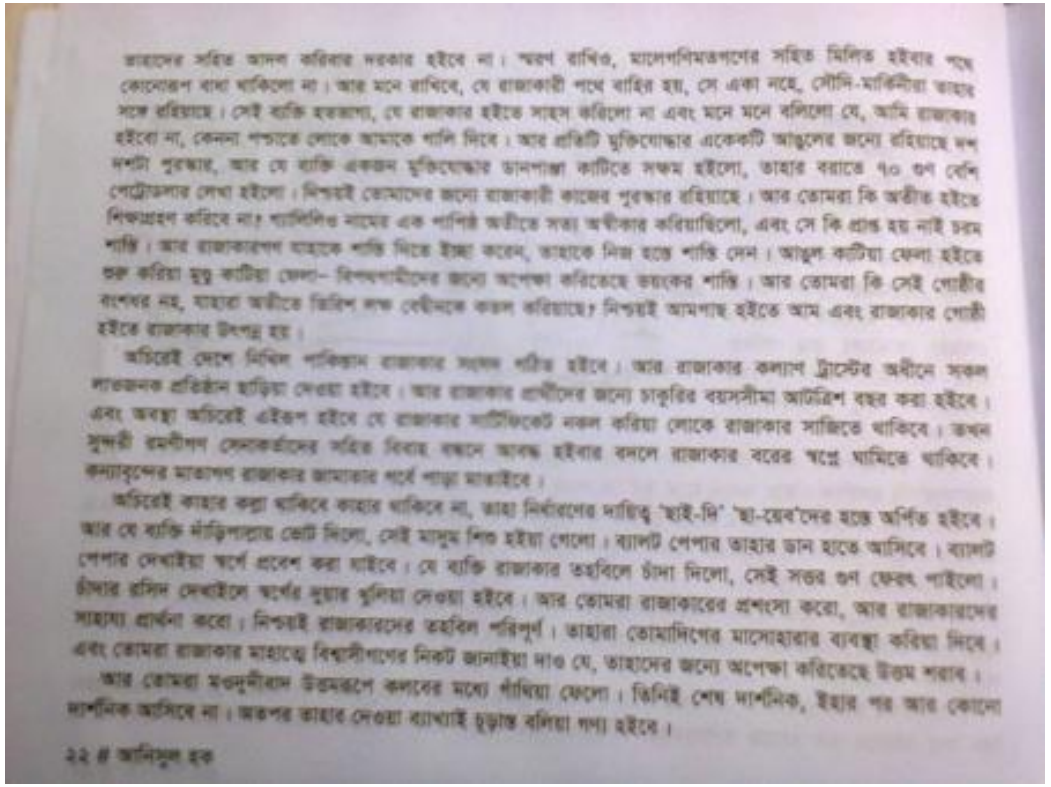

ভারতের সহিত আলাপ করিবার দরকার হইবে না। স্মরণ রাখিও, মালেগণিমণ্ডলগণের সহিত মিলিত হইবার পথে কোনোরূপ বাধা থাকিলো না। আর মনে রাখিবে, যে রাজাকারী পথে বাহির হয়, সে একা নহে, সৌদি-মার্কিনীরা তাহার সঙ্গে রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি হতভাগা, যে রাজাকার হইতে সাহস করিলো না এবং মনে মনে বলিলো যে, আমি রাজাকার হইবো না, কেননা পশ্চাতে লোকে আমাকে গালি দিবে। আর প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার একেকটি আঙুলের জন্যে রহিয়াছে দশ দশটা পুরস্কার, আর যে ব্যক্তি একজন মুক্তিযোদ্ধার ডানপাঞ্জা কাটিতে সক্ষম হইলো, তাহার বরাতে ৭০ গুণ বেশি পেট্রোডলার লেখা হইলো। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে রাজাকারী কাজের পুরস্কার রহিয়াছে। আর তোমরা কি অতীত হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিবে না? গাস্টিনিও নামের এক পাপিষ্ঠ অতীতে সত্য অস্বীকার করিয়াছিলো, এবং সে কি প্রাপ্ত হয় নাই চরম শাস্তি। আর রাজাকারগণ যাহাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে নিজ হস্তে শাস্তি দেন। আঙুল কাটিয়া ফেলা হইতে শুরু করিয়া মুণ্ডু কাটিয়া ফেলা– বিশ্বাসহীনদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে ভয়ংকর শাস্তি। আর তোমরা কি সেই গোষ্ঠীর বংশধর নহ, যাহারা অতীতে ত্রিশ লক্ষ বেদীনকে কতল করিয়াছে? নিশ্চয়ই আমগাছ হইতে আম এবং রাজাকার গোষ্ঠী হইতে রাজাকার উৎপন্ন হয়।

অচিরেই দেশে নিখিল পাকিস্তান রাজাকার সংঘ গঠিত হইবে। আর রাজাকার কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে সকল লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আর রাজাকার প্রার্থীদের জন্যে চাকুরির বয়সসীমা আটত্রিশ বছর করা হইবে। এবং অবস্থা অচিরেই এইরূপ হইবে যে রাজাকার সার্টিফিকেট নকল করিয়া লোকে রাজাকার সাজিতে থাকিবে। তখন সুন্দরী রমণীগণ সেনাকর্তাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার বদলে রাজাকার বরের স্বপ্নে ঘামিতে থাকিবে। কন্যাবৃন্দের মাতাগণ রাজাকার জামাতার গর্বে পাড়া মাতাইবে।

অচিরেই কাহার কল্লা থাকিবে কাহার থাকিবে না, তাহা নির্ধারণের দায়িত্ব 'ছাই-দি' 'ছা-য়েব'দের হস্তে অর্পিত হইবে। আর যে ব্যক্তি দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলো, সেই মানুষ শিশু হইয়া গেলো। ব্যালট পেপার তাহার ডান হাতে আসিবে। ব্যালট পেপার দেখাইয়া স্বর্গে প্রবেশ করা যাইবে। যে ব্যক্তি রাজাকার তহবিলে চাঁদা দিলো, সেই সত্তর গুণ ফেরৎ পাইলো। চাঁদার রসিদ দেখাইলে স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হইবে। আর তোমরা রাজাকারের প্রশংসা করো, আর রাজাকারদের সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই রাজাকারদের তহবিল পরিপূর্ণ। তাহারা তোমাদিগের মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এবং তোমরা রাজাকার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসীগণের নিকট জানাইয়া দাও যে, তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে উত্তম শরাব।

আর তোমরা মওদুদীবাদ উত্তমরূপে কলবের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলো। তিনিই শেষ দার্শনিক, ইহার পর আর কোনো দার্শনিক আসিবে না। অতএব তাহার দেওয়া ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

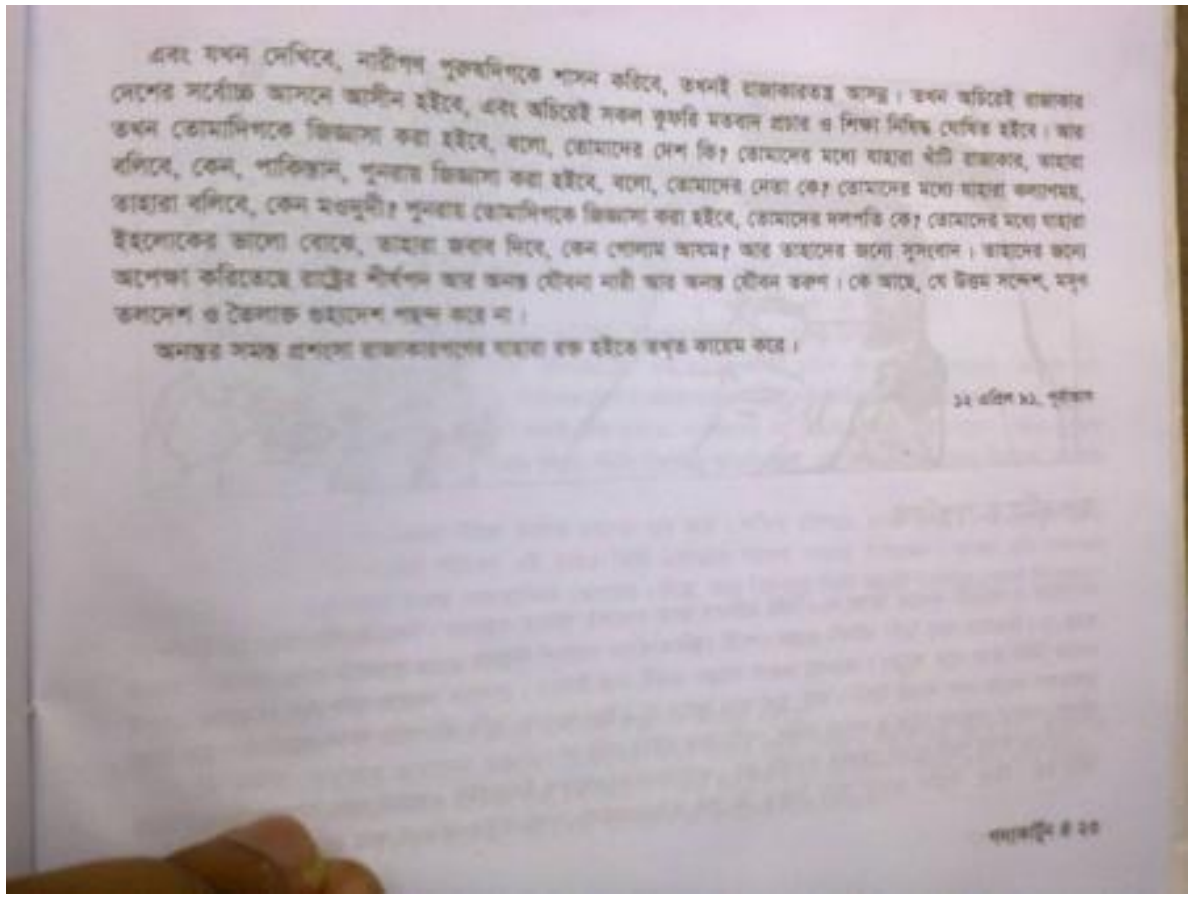



এবং যখন দেখিবে, নারীগণ পুরুষদিগকে শাসন করিবে, তখনই রাজাকারতন্ত্র আসন্ন। তখন অচিরেই রাজাকার দেশের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হইবে, এবং অচিরেই সকল কুফরি মতবাদ প্রচার ও শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইবে। আর তখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, বলো, তোমাদের দেশ কি? তোমাদের মধ্যে যাহারা খাঁটি রাজাকার, তাহারা বলিবে, কেন, পাকিস্তান, পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইবে, বলো, তোমাদের নেতা কে? তোমাদের মধ্যে যাহারা কল্যাণময়, তাহারা বলিবে, কেন মওদুদী? পুনরায় তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের দলপতি কে? তোমাদের মধ্যে যাহারা ইহলোকের ভালো বোঝে, তাহারা জবাব দিবে, কেন গোলাম আযম? আর তাহাদের জন্যে সুসংবাদ। তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে রাষ্ট্রের শীর্ষপদ আর অনন্ত যৌবনা নারী আর অনন্ত যৌবন তরুণ। কে আছে, যে উত্তম সন্দেশ, মসৃণ তলদেশ ও তৈলাক্ত গুহ্যদেশ পছন্দ করে না।

অনন্তর সমস্ত প্রশংসা রাজাকারগণের যাহারা হক হইতে তখত কায়েম করে।

১২ এপ্রিল ৯১, পূর্বাভাস

# [illegible]

- এ লেখাটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৯১ সালের ১২ এপ্রিল ‘পূর্বাভাস’ পত্রিকায়।
- ১৯৯৩ সালে লেখাটি আনিসুল হকের ‘গদ্যকার্টুন’ বইতে স্থান পায়।
- ২০১০ সালে এই বইটি পুনরায় মুদ্রণ করে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘সন্দেশ’।
- বইটিতে পর্দানসিন নারী ও দাড়ি-টুপিধারী আলেমদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন শিশির ভট্টাচার্য।
- বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে আওয়ামীপন্থী সাংবাদিক, একাত্তর টিভির ব্যস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল বাবু ও সাবেক ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকুকে।
- সচলায়তন ব্লগে শাহবাগী আন্দোলনের পক্ষে লেখাটি প্রকাশ করা হয়।

• পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে—*‘সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর’*।

• আনিসুল হক লিখেছেন, ‘সমস্ত প্রশংসা রাজাকারগণের’।

• সুরা ফাতেহার আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, *‘আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।’*

• আনিসুল হক ব্যঙ্গ ও বিকৃত করে লিখেছেন, ‘আর তোমরা রাজাকারের প্রশংসা করো, আর রাজাকারদের সাহায্য প্রার্থনা করো।’

- পবিত্র কোরআনের সুরা দোহার ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়—*‘নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো।’*
- আনিসুল হক বিদ্রূপ করে লিখেছেন, *‘নিশ্চয়ই রাজাকারগণের জন্য অতীতের চাইতে ভবিষ্যতকে উত্তম করিয়া সৃজন করা হইয়াছে।’*

• পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়, ‘আর তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূর্ণ করতে পারবে না; তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে বিয়ে করে নাও দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একজনকেই (বিবাহ কর), অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (বিবাহ করো)।’

• আনিসুল হক এ আয়াতের বিপরীতে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, ‘সেই ব্যক্তিই উত্তম রাজাকার, যে বিবাহ করিবে, একটি, দুইটি, তিনটি, চারটি, যেরূপ সে ইচ্ছে করে আর তাহার জন্য বৈধ করা হইয়াছে ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের, আর তাহারা ভোগ করিতে পারিবে বাঙালিরমণীগণকে, অপিচ তাহাদের সহিত আদল করিবার দরকার হইবে না। স্মরণ রাখিও, মালেগণিমতগণের সহিত মিলিত হইবার পথে কোনোরূপ বাধা থাকিলো না।’

- পবিত্র কোরআনের সুরা মুরসালাতের ১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়, *'আমি কি আগের লোকদের (অবিশ্বাসী জালেম) ধ্বংস করিনি?'*
- আনিসুল হক এ আয়াতের ব্যঙ্গ করে লিখলেন, 'গ্যালিলিও নামের এক পাপিষ্ঠ অতীতে সত্য অস্বীকার করিয়াছিল এবং সে কি প্রাপ্ত হয় নাই চরম শাস্তি।'
- পবিত্র কোরআনের সুরা নাবার ৩১-৩৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, *'অপরদিকে পরহেজগার লোকদের জন্য রয়েছে চরম সাফল্য। (তা হচ্ছে) বাগবাগিচা, আঙ্গুর, পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী।'*
- আনিসুল হক এ আয়াতের বিকৃত করে লিখেছেন, 'আর তাহাদের জন্য সুসংবাদ। তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে রাষ্ট্রের শীর্ষপদ আর অনন্ত যৌবনা নারী আর অনন্ত যৌবন তরুণ। কে আছে, যে উত্তম সন্দেশ, মসৃণ তলদেশ ও তৈলাক্ত গুহ্যদেশ পছন্দ করে না।'

- এভাবেই কোরআনের আয়াতকে বিকৃত করে আনিসুল হক লিখেছেন, ‘তোমরা তোমাদের প্রভু পাকিস্তানের প্রশংসা কর। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু পাকিস্তানীরা ক্ষমতাশীল।’

# হুমায়ূন আহমেদ

(১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ - ১৯ জুলাই ২০১২)

- হরিচরণ বাবু
- মাওলানা ইদরিস
- মাওলানা আব্দুল করিম

শরীরের এই অবস্থায় তাঁর মনে হলো, অতি রূপবতী এক নগ্ন তরুণী উঠানের কাঁঠাল গাছের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শয়তান তাকে ধাক্কা দেখাতে শুরু করেছে। মৃত্যুর সময় তিনি যাতে আল্লাহখোদার নাম নিতে না পারেন শয়তান সেই ব্যবস্থা করেছে। পরীর মতো এক মেয়ের রূপ ধরে এসেছে।

মাওলানা ইদরিস বললেন, হে আল্লাহপাক, তুমি আমাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা কর। তিনি আয়াতুল কুরসি পাঠ শুরু করলেন। তাঁর দৃষ্টি কাঁঠাল গাছের দিকে। মেয়েটা এখনো আছে। মাওলানা ভীত গলায় বললেন, তুই কে ?

নগ্ন মেয়ে কাঁঠাল গাছের আড়ালে চলে গেল।

মাওলানা বললেন, ইবলিশ দূর হ। তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে তুই দূর হ। দূর হ কইলাম।

মেয়েটা দূর হলো না। কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। মাওলানা জ্ঞান হারালেন।

গভীর রাতে তার জ্ঞান ফিরল। তিনি বারান্দাতেই শুয়ে আছেন। তবে তাঁর গায়ে চাদর। মাথার নিচে বালিশ। তারচেয়ে আশ্চর্য কথা, শয়তানরূপী মেয়েটা আছে। হারিকেন হাতে তাঁর পাশেই গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তার গায়ে বিছানার চাদর জড়ানো।

মাওলানা ভীত গলায় বললেন, তুমি কে ?

মেয়েটা জবাব দিল না। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

মাওলানা দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না। কী সুন্দরই না মেয়েটার মুখ! বেহেশতের হুরদের যে বর্ণনা আছে এই মেয়ে সে-রকম। মাওলানা আবারো বললেন, তুমি কে ?

মেয়েটা বলল, আমি জুলেখা।

মাওলানা বিড়বিড় করে বললেন, জুলেখা। জুলেখা। জুলেখা। কোরান মজিদে জুলেখার কথা উল্লেখ না থাকলেও তাঁর স্বামী নবি ইউসুফের কথা অনেকবার বলা হয়েছে।

মাওলানা ইদরিসের কাছে জুলেখার পাঠানো তুর্কি টুপি পৌঁছেছে। সামছু সদাগরই নিয়ে গেছে।

মাওলানা বললেন, আপনারে তো চিনলাম না।

সামছু সদাগর বললেন, আমারে চেনার প্রয়োজন নাই। আপনার কাছে একটা জিনিস পৌঁছায়ে দেওয়ার কথা। দিলাম।

জিনিসটা দিয়েছে কে ?

চান বিবি দিয়েছে।

চান বিবিকে তো চিনি না!

সামছু সদাগর উদাস গলায় বললেন, এখন তারে না চেনাই ভালো। সময়ে চেনা সময়ে না-চেনা বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ। আপনি বুদ্ধিমান।

মাওলানা ইদরিস বললেন, একজন এত সুন্দর একটা টুপি পাঠায়েছে, তারে চিনব না— এটা কেমন কথা ?

সামছু বলল, চিনতে হইলে রঙিলা নটি বাড়িতে যান। ঐ মেয়ে রঙিলা বাড়ির নটি।

মাওলানা হতভম্ব গলায় বললেন, এইটা কী কথা ?

সত্য কথা। নটি বেটি আপনারে টুপি পাঠায়েছে। বড়ই সৌন্দর্য মেয়ে। বেহেশতের হুর বরাবর সুন্দর। তার টুপি আপনি মাথায় দিয়ে জুম্মার নামাজ পড়বেন, না গাঙের পানিতে ফেলবেন— এটা আপনার বিবেচনা। আমি উঠলাম।

ব্যবহার করা কি জায়েজ আছে ?

টুপিটা ঘরে আসার পর থেকে মাওলানা ভালো সমস্যায় আছেন। প্রায়ই রাতে জুলেখাকে স্বপ্নে দেখছেন। স্বপ্নের ধরন দেখে তিনি নিশ্চিত স্বপ্নগুলি ইবলিশ শয়তান দেখাচ্ছে। একটি স্বপ্নে তিনি দেখলেন জুলেখা তার স্ত্রী (নাউজুবিল্লাহ)। সে তাঁর বাড়িতেই থাকে। ঘরদুয়ার ঠিকঠাক রাখে। রান্না করে। রাতে সব কাজকর্ম শেষ করে বানানো পান হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘুমাতে আসে (নাউজুবিল্লাহ)।

এরচেয়েও খারাপ স্বপ্ন একবার দেখলেন। এমন স্বপ্ন যা কাউকে বলা যাবে না। তাঁর অত্যন্ত মনখারাপ হলো। ইবলিশ শয়তান কোনো এক জটিল খেলা

বৈশাখ মাসের এক রাত। মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা বাড়ি ফিরে দেখেন ভেতর বাড়িতে হারিকেন জ্বলছে। তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। তাঁর বাড়ি থাকে অন্ধকার। তিনি এসে হারিকেন জ্বালান। কে এসে বাড়িতে হারিকেন জ্বালাবে ? তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হলো, জহির হয়তো ফিরে এসেছে। জহিরের নিরুদ্দেশের খবর তিনি উকিল মুনসির মাধ্যমে পেয়েছেন।

মাওলানা উঠানে দাঁড়িয়ে বললেন, কে ?

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে কেউ একজন বলল, আমি।

মাওলানা বললেন, আপনার পরিচয় ?

আমার নাম জুলেখা, আমি জহিরের মা। মাওলানা সাহেব, আপনাকে আসসালাম।

মাওলানার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশের কথা! রঙিলা বাড়ির অতি পাপিষ্ঠ নারীদের একজন তার ঘরে। জানাজানি হলে বিরাট সর্বনাশ হবে। জানাজানি না হলেও ঘরদুয়ার অপবিত্র হয়েছে। কুকুর যে ঘরে ঢুকে সেই ঘর নাপাক হয়ে যায়। সেখানে নামাজ হয় না। এরা তারও অধম।

জুলেখা বলল, মাওলানা সাহেব, ভেতরে আসবেন ? আপনার সঙ্গে দুইটা কথা বলব।

জুলেখা শান্ত গলায় বলল, পুরান কথা মনে কইরা দেখেন। আপনের কলেরা হয়েছিল। আপনি মরতে বসেছিলেন। আমি ছিলাম আপনার সাথে। আপনার সেবা করেছিলাম। মনে আছে ?

মাওলানা চাপা গলায় বললেন, মনে আছে।

জুলেখা বলল, এক রাতে আপনি আমারে বললেন, কোনো অনাত্মীয় তরুণী পুরুষের সেবা করতে পারে না। দুইজনেরই বিরাট পাপ হয়। তখন আমি বললাম, এক কাজ করেন, আমাকে বিবাহ করেন। আপনার কি মনে আছে ?

হাফেজ মাওলানা ইদরিসের মাথা যে পুরোপুরি গেছে এই বিষয়ে বান্ধবপুরের মানুষদের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। বান্ধবপুরের মতো এতবড় অঞ্চলে একজন 'আউলা' মাথা থাকবে না, এটাই বা কেমন কথা ? গ্রামে এক দুইজন 'আউলা' মাথা থাকা ভালো, এতে গ্রামের উন্নতি। বদ্ধ উন্মাদ হলে ভিন্ন কথা। বদ্ধ উন্মাদকে নৌকায় করে দূরের কোনো গঞ্জে গোপনে ছেড়ে আসাটা বিধি।

যমুনা অনেক সময় নিয়ে সাবান ডলে গরম পানিতে গোসল করল। নতুন সুতির শাড়ি পরল। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাওলানার সঙ্গে খেতে বসল। যমুনা বলল, আপনি যে অচেনা মেয়েমানুষের সঙ্গে খেতে বসেছেন আপনার পাপ হবে না ? আপনাদের ধর্মে মেয়েছেলের মুখের দিকে তাকানো নিষেধ। ঠিক না ?



মাওলানা বললেন, তা ঠিক। তবে রোজ কেয়ামতের সময় পুরুষ রমণীতে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। তোমার এখন রোজ কেয়ামত।

আপনার স্ত্রী খাবেন না ?

# নতুন ইমাম

বান্ধবপুর জুম্মা মসজিদের জন্যে নতুন ইমাম এসেছেন। আব্দুল করিম কাশেমপুরী। তাঁর জন্মস্থান কাশেমপুরে বলেই কাশেমপুরী টাইটেল। তাঁর বয়স অল্প। তবে ভাবে ভঙ্গিতে অত্যন্ত কঠিন। প্রথম জুম্মার দিনেই তিনি মাওলানা ইদরিসকে নামাজ পড়তে দিলেন না। মাওলানা ইদরিসের অপরাধ, তিনি বাড়িতে যুবতী মেয়েমানুষ পুষছেন। এত বড় গুনার কাজ যে করে সে আমজনতার সঙ্গে নামাজে শরিক হতে পারে না। যুবতী বিদায় করে তওবা করতে হবে, তারপর বিবেচনা। খুতবা শেষ করে মাওলানা আব্দুল করিম কাশেমপুরী প্রথম ফতোয়া দিলেন—

> যে মসলমানের স্ত্রীর চেহারা পরপুরুষ দিনে তিনবারের অধিক দেখে ফেলে তার বিবাহ বাতিল। তার সন্তানরা জারজ বলে গণ্য হবে।

মুসুল্লিরা হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। মাওলানা আব্দুল করিম বললেন, বিধর্মীদের বিষয়ে সাবধান। তারা সাক্ষাৎ শয়তানের অংশ। শয়তানকে যেমন বিনষ্ট করা প্রয়োজন তাদেরও বিনষ্ট করা প্রয়োজন। কাফেরের বিষয়ে এছলাম ধর্ম কোনো ছাড় দেয় নাই। কাফের বিনষ্টে যে মুসলমান মৃত্যুবরণ করবেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে শহীদের দরজা পাবেন। তাদের স্থান হবে জান্নাতুল ফেরদৌসে। তাঁরা পরকালে নজিবী (দঃ)-র আশেপাশে থাকার পরম সৌভাগ্য লাভ করবেন। বলেন আল্লাহু আকবার।